# মৃত্যুগন্ধা_অঙ্কুর বর

#মৃত্যুগন্ধা_অঙ্কুর বর

ক্যাচ্ করে দরজায় একটা মৃদু শব্দ হতেই মুখ তুলে তাকালাম। একখানা ফর্সা মুখ, লম্বাকালো চুল আর একটা বড়ো ফ্রেমের রোদচশমা সেই দরজার ফাঁকে।
"আসব?"
ওনাকে দেখে অজান্তেই আমার ভ্রুজোড়া কুঁচকে উঠল। কিন্তু কাল থেকে আমি তো এনার ই অপেক্ষা করছিলাম। মনের মধ্যে চলতে থাকা অস্বস্তির প্রবল ঝড়কে কে একরকম দূরে সরিয়ে সহজাত হাসি ছড়িয়ে বলে উঠলাম,



"প্লিজ, আসুন"।
তারপরেই ঘরে ঢুকলেন অদ্রীজা।ও ঘরে ঢুকতেই পুরোনো শ্যাওলা আর ভেজানো মৌরির মিশ্র গন্ধ এসির ভারী বাতাস কাটিয়ে আমার নাকে এসে ধাক্কা মারলো।
পুরো নাম অদ্রীজা সেন। বছর সাতাশের এই তরুনী যথেষ্ট লম্বা। এককথায় সুন্দরীর আদর্শ ডেফিনেশন বলা চলে। মনে করতে পারলাম আগের দিন যখন

এসেছিলেন তখনকার অদ্রীজার সাথে এই অদ্রীজার অনেক অমিল। আজ পরে এসেছেন ফুলস্লিভ সাদা কটনের চুড়িদার। সেদিনের উদভ্রান্ত চেহারার অনেকটাই সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো । দেখে ভালো লাগলো। কিন্তু সেই ভালো লাগাটা সত্যি প্রকাশ করতে পারলাম না। তার বদলে যত দেখতে লাগলাম এনাকে আপনাআপনি চোয়ালটা শক্ত হয়ে এল আমার।

"তারপর, কেমন আছেন অদ্রীজা?"
"কেমন দেখছেন ?" কথাটার সাথে সাথে একটা চোরাহাসি খেলে গেল মহিলার ঠোঁট জুড়ে।
"অনেকটা ফ্রেস। ভালো লাগলো এটা দেখে যে আপনি কথামতো মেডিসিন গুলো ঠিকঠাক নিয়েছেন।" আমি আমার পেশাগত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফিরে আসবার আপ্রান চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোথাও গিয়ে যেন নিজের কাছেই সহজ হতে পারছি না।
"ওষুধ?" অদ্রিজার ঠোঁটের কোলে আবার হাসি। বিনিময়ে আমিও একটা নিষ্প্রাণ হাসি দিলাম। কিন্তু আমার হাত অজান্তেই সামনের খোলা ফাইলের ওপর চলে এসেছে কখন বুঝতেই পারলাম না। এর ভেতরের পাতা ওল্টালে অদ্রিজা সেনের নামের

প্রেস্ক্রিপসনের কাগজটা মোড়া মুড়ি অবস্থায় খুব ভালোভাবেই আবিষ্কার করতে পারবে যে কেউ। মিসেস ঠক্কর আগেরদিনই ওনার টেবিলের তলা থেকে এই মুড়ে ফেলে দেওয়া কাগজটা কুড়িয়ে এনে আমাকে দিয়েছিলেন। আগেরদিন অদ্রিজা কেবিন থেকে বেরিয়েই কাগজটা মুড়ে দলা করে ফেলে দিয়েছিল।

"আপনি কেমন আছেন ডক্টর?"

হঠাৎ এই প্রশ্নে চমকে উঠে সরাসরি তাকালাম মহিলার মুখের দিকে। মহিলার চোখে রোদচশমা। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন চশমার ভেতর থেকে উনি আমায় পুরোটা স্ক্যান করে নিচ্ছেন।

"অ্যাম গুড!" তারপর অস্বস্তি কাটাতে বলে উঠলাম," জল খাবেন?"

"নাহ। ধন্যবাদ।"

সামনের ফাইলটা বন্ধ করে আমি টেপ রেকর্ডাটির রেকর্ডিং মোড অন করলাম। তারপর চেয়ারে সোজা হয়ে বসলাম।

"আমি ডক্টর ঐশিকি সান্যাল, পেশায় একজন মনোবিদ। আজ আমার কাছে দ্বিতীয় বারের জন্য এসেছেন অদ্রিজা সেন। সাতাশ বছরের অদ্রিজা

পেশায় একজন ইন্টিরিয়র ডিজাইনার। থাকেন বান্দ্রাতে। একলা। পেরেন্টস কলকাতা নিবাসী।"
আমার প্রত্যেকটা কেসে কেসহিস্ট্রি এইভাবেই রেকর্ডিং করে রাখি আমি। যদিও লিখিত ডকুমেন্টশ, পেপার সবকিছুই আলাদা ভাবে আমার রিশেপসনিস্ট মিসেস ঠক্কর এই অডিও রেকর্ডিং এর থেকে আলাদা ভাবে তৈরী করেন, তবুও আমি এই অডিও তে রেকর্ডিং হওয়া কথোপকথন কে একটু আলাদা গুরুত্বই দিয়ে থাকি। অদ্রিজা আগের বারের কেস হিস্ট্রিটাও একই ভাবে রেকর্ডেড। সকাল থেকে একই ভাবে এক নাগাড়ে শুনে চলছি। হয়তো ও চলে যাওয়ার পরেও শুনবো। কে জানে!
"সো অদ্রিজা, আগের দিন যখন আপনি এসেছিলেন তখন আপনি বলেছিলেন যে এক পার্টি থেকে আপনার একজন মহিলার সাথে পরিচয় হয় যিনি কিছু অদ্ভুত কথা নিজে থেকেই বলেছিলেন। আপনি কি সেই কথা গুলো আরেকবার রিপিট করবেন? "

" অফকোর্স, ডক্টর! আজ থেকে প্রায় এক মাস আগে আমার বসের থ্রু করা পার্টিতে হঠাৎ করেই আমার আলাপ এক তুর্কি মহিলার সাথে হয়। নামটা এখন মনে পড়ছে না, উনি নিজেই আমার সাথে যেচে

আলাপ করেছিলেন। মহিলার মধ্যে একধরনের অস্থিরতা দেখেছিলাম সেদিন। উনি আমায় বলেছিলেন ওনার আমার সাথে বিশেষ দরকার আর আমি যেন পারসোনালি বাইরে কোথাও দেখা করি। তারপর উনি আমার নম্বর চেয়ে নেন। আমি এতে বেশ অবাক হয়ে যাই। ভেবেছিলাম বিদেশিনী কোন বিপদে পড়েছেন হয়তো তাই নিজে উদ্যোগী হয়ে এক কফিশপে দেখা করলাম। আর সেখানে তিনি কিছু অদ্ভুত কথা শোনালেন আমাকে।"

"তিনি নাকি কিছুদিন ধরেই বিশেষ কয়েকজনের কাছ থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু গন্ধ পাচ্ছিলেন। কিসের গন্ধ তিনি তখন বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পারলেন যখন ওনার ভাই পুড়ে মারা যান এক অ্যাক্সিডেন্টে। প্রসঙ্গত উনি ওনার ভাইএর শরীর থেকে অদ্ভুত একরকমের গন্ধ পাচ্ছিলেন এই অ্যাক্সিডেন্টের কিছুদিন আগে থেকে। ঠিক যেন কেউ মাংস পোড়াচ্ছে। এর পরেও যে দু তিন জনের কাছ থেকে সেইরকমের অদ্ভুত অদ্ভুত  গন্ধ পেয়েছেন আর তারা প্রত্যেকেই মারা গিয়েছে কোন না কোন অ্যাক্সিডেন্টে।"

কথাটা আবার বলতেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে এক শীতল স্রোত বয়ে গেল। "তারপর?"
"আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, মহিলা বদ্ধ উন্মাদ নতুবা বেজায় রসিক। গল্প দিচ্ছেন। কিন্তু আমি সময় ব্যয় করে ওনার গালগল্প শোনার জন্য আসিনি সেটাও ওনাকে বুঝিয়ে এসেছিলাম।কারন আমার সময়ের মূল্য অনেক। আর ঠিক তার পরের দিন থেকে ...... "

"অদ্ভুত এক গন্ধ পেতে শুরু করেন আপনার ফ্ল্যাটমেটের শরীর থেকে।"
কথাটা বলতে বলতেই বুঝতে পারলাম আমার গলা অন্য রকম শোনাচ্ছে।

" হ্যাঁ, ঠিক যেন লোহার মরচে কেউ দু আঙুলে ঘষে নাকের কাছে ধরেছে।  তারপর সে বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া করে হাতের শিরা কেটে আমাদেরই বাথরুমে সুইসাইড করে।আমার পুরো পাগল পাগল দশা। কি করবো কি না করবো কিচ্ছু বুঝতে পারি না। কাউকে বলতেও পারছিলাম না ঘটনার কথা। শেষে আমার কলিগ আমায় রুম চেঞ্জ করবার সাজেশন দেয়। আর লাক খুব ভালো তাই পেয়েও যাই। জানেন ই তো মুম্বইয়ে একটা একলা মেয়েকে কেউ রুম দিতে

চায়না। কিন্তু ফ্ল্যাট ওনারের সাথে দেখা করতেই আবার সেই একি রকমের অদ্ভুত গন্ধ পেতে শুরু করি। বুঝতে পারি এবার এনার পালা। আমি রুমটা পেয়েও গেলাম কিন্তু তিনদিনের মধ্যেই রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন ভদ্রোলোক। আমি তখন পুরো নিশ্চত হয়ে যাই যে তুর্কি মহিলাটির যা বলছিলেন সেই ক্ষমতা আমার মধ্যেও চলে এসেছে। ঠিক যেমন ভাবে চলে এসেছে আপনার মধ্যেও।"

শেষের কথাটা শুনে চমকে উঠলাম আমি।
"ম ম মানে?" সাথে সাথে গলা শুকনো হয়ে এলো আমার।

"ভীষণ ই সোজা, কত গুলো মৃত্যুগন্ধ পেলেন ডক্টর ? একটা , দুটো নাকি তারও বেশী?"

আমার কেবিনে বসে আমারই মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। প্রথমে অদ্রিজার কেসটা ভেবেছিলেন সাধারন স্ক্রিৎজোফ্রেনিয়া রোগ। কিন্তু দুদিন পর থেকেই হঠাৎ করেই সাফাইয়ের মেয়েটার গা থেকে ভুরভুর করে ভেসে আসছিল তার পোড়া গন্ধ। তারও দুদিন পর খবর আসে মেয়েটির ইলেকট্রিক শকে

মারা যাওয়ার। অস্বস্তিটা তখন থেকেই শুরু হয়। তারপর রামকিষণ? বাড়ির সিকিউরিটি গার্ডের ছেলেটি বেশ অনেকদিনের বিশ্বস্ত। কিন্তু তবুও তাকে বলতে পারেন নি গত তিনদিন ধরে এক ঘষা টায়ারের গন্ধ পাচ্ছিলেন ওর থেকে। কাল রাতেই একটা ফাই স্পিডের গাড়ি মাথা থেঁতলে দিয়েছে তাঁর।এখন তিনি নিশ্চিত। তিনিও পেতে শুরু করেছেন মৃত্যুগন্ধ। কিন্তু কিভাবে?কেন?

"ইটস্ অ্য লিঙ্ক ডক্টর! সিম্পলি অ্য লিঙ্ক। ওই তুর্কি মহিলাকে কেউ জানিয়েছিল, ওই মহিলা আমাকে , আমি আপনাকে, আপনিও জানাবেন কাউকে না কাউকে।সময় আসুক।"



অদ্রিজা ওর চশমাটা খুলে ছোট্ট হাত ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল। দৃষ্টি পায়ের দিকে।

"পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, তুর্কি মেয়েটিকে নাকি কোন ছিনতাইবাজ গুলি করে মেরেছে। স্বাভাবিক, সেদিন কফি শপে বসে ওর গা থেকে এক পোড়া কার্তুজের গন্ধ পেয়েছিলাম। বলতে পারিনি ওকে। আপনিও পাচ্ছেন।জানি আমিও মারা পড়বো।

হয়তো আজ বা কাল। আগে চিন্তা হতো এ নিয়ে। আজ আর হয় না। যাইহোক!এবার আমায় আসতে হবে। নাইস টু মিট ইউ ডক্টর।"

 প্রথমে আমি চুপ করে বসে রইলাম।কিন্তু অদ্রিজা দরজার কাছে উঠে যেতেই চিৎকার করে উঠলাম," আমিই কেন অদ্রিজা? হোয়াই ?"

অদ্রিজা ঘুরে তাকাল। এতক্ষণে দেখলাম ওর চোখের তারাটা কেমন ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে।

" আমিও কফিশপ থেকে বেরোনোর আগে ওনায় এই প্রশ্নটাই করেছিলাম।সেদিন উনি যা বলেছিলেন তখন বুঝতে না পারলেও আজ বুঝি।"

"কি বুঝেছেন?" শ্যাওলার ভারী গন্ধে আমার দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।মাথা ঘোরাচ্ছে।

" মৃত্যুর যেমন এক একটা করে আইডেন্টিফায়েড গন্ধ আপনি পেয়েছেন। আপনারও শরীর থেকেও তো একটা আইডেন্টিফায়েড মৃত্যুর গন্ধ আমি পাচ্ছি। জানেন তো সবটাই না মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ভেরি সিম্পল!" কথাটা বলেই সেই চোরাহাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটে । আরো একবার।

সমাপ্ত